প্রজননগত অধিকার ও প্রযুক্তি (Reproductive Rights and Technologies)

২.০ উদ্দেশ্য :

জৈব-প্রযুক্তি তথা প্রজনন-সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নতি ও তার ব্যবহারের সাথে সাথে নতুন নতুন নৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। ভ্রূণনাশ, বিকল্প মাতৃত্ব, ক্লোনিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এমন কিছু নতুন ধরনের নৈতিক প্রশ্ন সামনে এনেছে যার উত্তর খোঁজা আমাদের কাছে জরুরী হয়ে পড়েছে। এই পাঠ-এককে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জন্মদানকে কেন্দ্র করে যেসব নৈতিক সমস্যা উদ্ভব হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করব।

২.১ প্রাক্‌কথন :

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'রো বনাম ওয়েড' (Roe Vs. Wade) কেসে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট নারীর গর্ভপাতের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৩ সাল থেকে ফিটাল ভায়াবিলিটি (অর্থাৎ মাতৃগর্ভের বাইরে বেঁচে থাকার সামর্থ্যযুক্ত ভ্রূণ) -এই আগের অবস্থার মধ্যে ভ্রূণনাশকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। আদালত এই ভাবনাকে তুলে ধরে যে মাতৃগর্ভের বাইরে বেঁচে থাকতে অসমর্থ এমন ধরনের ভ্রূণ ব্যক্তি নয়, তাই ব্যক্তি হিসাবে জীবনের অধিকারের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। বিপরীতে, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও কানাডার আইনি ব্যবস্থায় যেসব প্রাণবান শিশু জন্মলাভ করে তাদেরই আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে। দ্বিতীয়োক্ত এই মতে, এমন কি নয় মাসের ভ্রূণকেও শিশুর সমান অধিকার দেওয়া হয় না।

প্রজনন-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির আবিষ্কার ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সাথে সাথে একগুচ্ছ চিকিৎসাগত, আইনি ও নৈতিক সমস্যার জন্ম হয়েছে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লুইস্ নামে এক কন্যার জন্ম দেন এক ব্রিটিশ মহিলা লেসলি ব্রাউন। এই কন্যার ভ্রূণ বেশ কিছুদিন ধরে মাতৃগর্ভের বাইরে ছিল। মাতৃগর্ভের বাইরে মানব শিশুর জন্ম এই প্রথম। লেসলির ফ্যালোপিয়ান টিউবে সমস্যা থাকায় স্বাভাবিকভাবে শিশুর জন্ম দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্বাণু সংগ্রহ করে তার স্বামীর শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করে গবেষণাগারে টেস্টটিউব বা কাঁচের পাত্রে (এই ব্যবস্থাকে ইন ভিট্রো নিষেক (in vitro fertilization) বলা হয়) স্থাপন করা হয়। এর থেকে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা লেসলির জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। এর থেকে কালক্রমে লুইসের জন্ম হয়। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই 'ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন' (IVF) র মাধ্যমে অনেক দম্পতি সন্তানের মুখ দেখতে সমর্থ হয়েছে যা স্বাভাবিক জীবতাত্ত্বিক উপায়ে সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে হাই-প্রোফাইল কেস 'Baby M' বিকল্প মাতৃত্ব (surrogate pregnancy) এই ধারণাকে সার্থকভাবে সামনে আনে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন নৈতিক প্রশ্ন সামনে আনে। কোন নারীর সঙ্গে যখন চুক্তি করে কোন দম্পতির শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে জাত জাইগোট ঐ নারীর গর্ভে স্থাপন করা হয় এবং কালক্রমে তার থেকে সন্তানলাভের ব্যবস্থা করা হয় তখন সেই মাতৃত্বকে বিকল্প মাতৃত্ব বলে। চুক্তিবদ্ধ নারী কেবল গর্ভধারণের কাজটি অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কোন বিবেচনায় করে দেয়। এই নিছক গর্ভধারণগত মাতৃত্বের বিষয়টি সামাজিক

Scanned with CamScanner

মা-র (social mother) ধারণা থেকে স্বতন্ত্র হয়। আর এক ধরনের ক্ষেত্র আছে যেখানে চুক্তিবদ্ধ মায়ের ডিম্বাণু ব্যবহার করা হয়। এর থেকে আমরা তিন ধরনের মা-এর ধারণা পাই : জীনদাত্রী মা (genetic mother), গর্ভধাত্রী মা (gestational mother) এবং সামাজিক মা (social mother)। বস্তুতঃ যে মা ডিম্বাণু সরবরাহ করে সেই মা যে মা গর্ভধারণ করে তার থেকে যেমন আলাদা, তেমনি যে মা এতজ্জাত শিশুকে লালন-পালন করে বড় করে তোলে গর্ভধারিণী মা থেকে সেই মা আলাদা। একই রকমভাবে যে পিতা শুক্রাণু দান করে সেই পিতা যে শিশুটিকে বড় করে তোলে তার থেকে আলাদা হতে পারে। অন্য দিকে, অ্যামনিওসেন্‌টেসিস (amniocentesis), স্পার্ম সর্টিং (sperm sorting), প্রি-ইমপ্লান্‌টেস্‌ন জেনেটিক ডায়গ্‌নোসিস্‌ (preimplantation genetic diagnosis) ইত্যাদি পদ্ধতিতে ভ্রূণ বা ফিটাসের যৌনপরিচয় বা লিঙ্গ আগে থেকেই আমাদের জানিয়ে দিতে পারে। এইসব পদ্ধতি ভাবী পিতা-মাতাকে তার পছন্দ মতো পুত্র বা কন্যা সন্তান পেতে সাহায্য করতে পারে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিষয় হল চিকিৎসাগত ক্লোনিং (therapeutic cloning)। এই পদ্ধতিতে ভ্রূণের হুবহু কপি (clone) তৈরী করে তার থেকে স্টেমসেল (stem cell) সংগ্রহ করা হয় যা প্রচ্ছন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত ট্যিসুকে নতুন প্রাণদান করতে পারে এবং ক্ষয়িষ্ণু দেহের কোন অঙ্গকে সারিয়ে তুলতে পারে।

এই পাঠ এককে আমরা আলোচনা করব কোন ফিটাসকে গর্ভ থেকে বের করে দেওয়া, অর্থাৎ পরিণত ভ্রূণনাশ (abortion) নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে অনুমোদনযোগ্য কিনা। অধিকন্তু, আমরা আলোচনা করব ভ্রূণের কোনরূপ নৈতিক মর্যদা আছে কিনা এবং এই আলোচনাই আমাদের ইঙ্গিত দেবে, আমরা IVF গবেষণা চালু রাখব কি না। অন্য দিকে বিকল্প মাতৃত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। আমরা দেখার চেষ্টা করব জীন-দাত্রী মা, গর্ভধাত্রী মা এবং সামাজিক মায়ের মধ্যে শিশুর প্রতি অধিকারের দাবী কার বেশি জোরালো! বিকল্প মাতৃত্ব কি নারীকে শোষণ করে, বা শিশুর পণ্যায়নে উৎসাহিত করে? একই সঙ্গে লিঙ্গ-নির্ধারণের বিষয়টি নৈতিক দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য কি না তাও আলোচনা করব। শিশুর রোগের চিকিৎসার জন্য লিঙ্গ নির্ধারণও কি সমানভাবে নীতিগর্হিত হবে? সবশেষে আমরা চিকিৎসাগত ও জন্মদানগত ক্লোনিং-এ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক প্রশ্নগুলির বিচার করব।

Scanned with CamScanner

২.৪ বিকল্প মাতৃত্ব (Surrogate Pregnancy)

প্রযুক্তির সাহায্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করা প্রজননের অন্য একটি প্রকার হল বিকল্প মাতৃত্ব। এই ধরনের মাতৃত্বে পরস্পর বিবাহ বন্ধনহীন কোনো পুরুষের শুক্রাণুর সাহায্যে কোনো স্ত্রীলোককে কৃত্রিমভাবে গর্ভবতী করা হয় এবং ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে চুক্তি থাকে যে সে এর থেকে যে ভ্রূণের সঞ্চার হবে সেটিকে জন্মকাল অবধি গর্ভে ধারণ করবে। যখন শিশুর জন্ম হবে তখন চুক্তির শর্ত অনুসারে শিশুর প্রতি তার সব দাবী ত্যাগ করে যে দম্পতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ঐ শিশু সন্তান তাদের হাতে তুলে দেবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে এই চুক্তি-মাতৃত্ব প্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য কোনো বিবেচনায় কেউ অর্থ না নিয়েও এইভাবে শিশুর জন্ম দিতে নিঃসন্তান দম্পতিকে সাহায্য করতে পারে। এখানে অবশ্য যে স্ত্রীলোক ডিম্বাণু দান করে সেই ব্যক্তিকে আমরা বলব জিনগত মাতা (genetic mother)। অন্য স্ত্রীলোক যে গর্ভধারণ করে তাকে আমরা বলব গর্ভধাত্রী মা (gestational mother। যখন বিকল্প মা-ই ডিম্বাণু দান করে যার থেকে ফিটাস তথা সন্তানের

Scanned with CamScanner

জন্ম হয়, তখন ঐ বিকল্প মা একইসঙ্গে শিশুটির জিনগত মা এবং গর্ভধাত্রী মা।

যে দুটি প্রধান কারণে কোনো এক স্ত্রীলোক বা কোনো দম্পতি বিকল্প মাতার খোঁজ করে বন্ধ্যাত্ব (infertility) এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব (high risk pregnancy) তাদের অন্যতম। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনো স্ত্রীলোক স্বাভাবিক উপায়ে সন্তান ধারণ করতে সমর্থ, কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা এমনই যে তার গর্ভধারণের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি আছে, যা তার জীবনকে বিপন্ন করতে পারে। এরকম অবস্থায় IVF পদ্ধতিতেও ঐ স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ সম্ভব নয়। অনেক সময় এমন আশঙ্কা থাকে যে গবেষণাগারে টেস্ট টিউবে নিষিক্ত কোনো ভ্রূণকে কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রতিস্থাপন করলে ঐ স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। Baby M - এর ক্ষেত্রে এলিজাবেথ স্টার্ণের মাল্‌টিপেল্ স্কেলোরোসিস (multiple sclerosis) -এর সমস্যা ছিল। তাই স্টার্ণ-দম্পতি বিকল্প মাতৃত্বের জন্য অর্থের বিনিময়ে ম্যারি বেথ হোয়াইটহেড (Mary Beth Whitehead) এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

বিকল্প গর্ভধারণকে কেন্দ্র করে তিন ধরনের মূল নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় : ১) বিকল্প মা কি শিশুর আইনি মা এবং সে কি সন্তানের তত্ত্বাবধানের আইনি অধিকার (custody) পেতে পারে? ২) বিকল্প মাতৃত্ব কি শেষ পর্যন্ত শিশুর পণ্যায়নকে উৎসাহিত করে? ৩) বিকল্প মাতৃত্ব কি নারীকে শোষণ করে? বিকল্প মাতৃত্ব সম্পর্কে এসব প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে আমাদের জিনগত মা (genetic mother) এবং গর্ভধাত্রী মা (gestational mother) এবং সামাজিক মা (social mother) -এদের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। জেনেটিক মা এবং সামাজিক মায়ের মধ্যেও পার্থক্য করা দরকার। আবার জিনগত মাতা এবং গর্ভধাত্রী মায়ের মধ্যেকার পার্থক্য শিশুর যথার্থ মা -কে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি। প্রশ্নটি তখনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন চুক্তিবদ্ধ বিকল্প মা তার পূর্বের সিদ্ধান্ত বদল করে এবং স্থির করে যে সে চুক্তিমতো শিশুটিকে ত্যাগ করবে না। Baby M - এর ক্ষেত্রে ম্যারি বেথ হোয়াইটহেড একই সঙ্গে জিনগত মা এবং গর্ভধাত্রী মা ছিলেন। তাই এটা মনে হতে পারে যে সেই শিশুটির উপর তার দাবি উইলিয়াম স্টার্ণ (যে কেবল জিনগতভাবে শিশুটির সঙ্গে সম্পর্কিত) এবং এলিজাবেথ স্টার্ণ (যে শিশুটির সঙ্গে জিনগতভাবে বা গর্ভধাত্রী হিসাবে কোনোভাবেই যুক্ত নয়) - এর দাবী থেকে বেশি জোরালো। তবে জিনগত মা বা গর্ভদাত্রী মায়ের তুলনায় সামাজিক মায়ের দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি, কেননা জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই ঐ শিশুর ভাল-মন্দের জন্য সামাজিক মা-ই দায়ী থাকে। যদিও যখন চুক্তি যথার্থ পরিণতি লাভ করে তখন এটা সামনে আসে না, তথাপি গর্ভাবস্থার কোনো একটি পর্যায়ে বিকল্প মা এই অভিপ্রায় জানাতে পারে যে সে শিশুটির সামাজিক মা হিসাবেও স্বীকৃতি চায়। যদি এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে সন্তানের আইনি দায়িত্ব পাওয়া এবং শিশুটিকে বড় করে তোলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর তুলনায় বিকল্প মায়ের দাবি অনেক বেশী গুরুত্ব পায়।

Baby M - এর ক্ষেত্রে ১০,০০০ পাউণ্ডের চুক্তি হয়েছিল স্টার্ণ-দম্পতির সঙ্গে ম্যারি বেথ হোয়াইটহেডের। জন্মের পরে সে শিশুটিকে স্টার্ণ-দম্পতির হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে এবং দাবী করে যে সে শিশুটির স্বাভাবিক মা। কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে শ্রীমতী হোয়াইটহেড তাঁর চুক্তিভঙ্গ করছেন। চুক্তি অনুসারে শিশুটিকে স্টার্ণদের হাতে তুলে দিতে তিনি দায়বদ্ধ। বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তির আইনগত স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও জিনগতভাবে গর্ভধাত্রী হিসাবে এবং শিশুটির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকতে চাওয়ার অভিপ্রায় হোয়াইটহেড

Scanned with CamScanner

যথার্থ মা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে যথেষ্ট। যদিও নিউ জার্সির সুপ্রিম কোর্ট স্টার্ন-দম্পতিকে শিশুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়, তথাপি রাজ্যের স্টেট সুপ্রীম কোর্ট এই রায়কে বদলে দেয়।

নিম্ন আদালত জানিয়েছিল যে বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তির মধ্যে হোয়াইটহেড শিশুটির প্রকৃত (আইনি) মা হওয়ার দাবী ছিল না। এখানে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, শ্রীমতি হোয়াইটহেড চুক্তিতে যে অর্থের প্রতিশ্রুতি আছে তা নিতে অস্বীকার করেন। যদি শ্রীমতী হোয়াইটহেড চুক্তি অনুসারে অর্থ গ্রহণ করতেন এবং কার্যকরীভাবে চুক্তিবদ্ধ বিকল্প মা হিসাবে কার্য-সমাধা করতেন তাহলে শিশুটির মা হওয়ার দাবি তিনি করতে পারতেন না। যদিও স্টেট সুপ্রিম কোর্ট ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিকল্প মাতৃত্বকে শিশু-বিক্রির সমতুল এবং তাই নীতি-গর্হিত বিবেচনা করে, তথাপি তা শ্রীমতি হোয়াইটহেডের দাবীকে সম্যক্ প্রতিপন্ন করতে পারে না। তবে তাঁর শিশুটির স্বাভাবিক মা হওয়ার দাবী জীবতাত্ত্বিক ও সামাজিক শর্তের দ্বারা সমর্থিত হয়।

কেউ জোরের সাথে বলতে পারেন, চুক্তিবদ্ধ বিকল্প মাতৃত্ব শেষমেশ শিশু-বিক্রির নামান্তর। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্টার্ন দম্পতি এবং শ্রীমতি হোয়াইটহেডের মধ্যে কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই। যদি ফিটাসটি অস্বাভাবিক হতো তাহলে স্টার্ন দম্পতি সারোগ্যাসি কনট্রাক্ট থেকে হয়তো সরে যেতেন এবং ভ্রূণটি নষ্ট করে ফেলতে বলতেন। তথাপি এর থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় না যে শ্রীমতি হোয়াইটহেড নিছক শিশু-বিক্রি করছেন। বরং কেউ বলতে পারেন, অন্যেরা যাতে শিশু-সন্তান লাভ করতে পারে, তিনি তার জন্য জীবতাত্ত্বিক পরিষেবা দিচ্ছেন। সারোগ্যাসি চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করে বিকল্প মা শিশুটিকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার অধিকার বিক্রি করছে না, অথবা শিশুটিকে সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করছে না, যাকে সে খুশিমতো ব্যবহার করতে পারে। যখন বিকল্প মা চুক্তিতে উল্লেখিত অর্থমূল্য গ্রহণ করে চুক্তিবদ্ধ দম্পতিকে শিশুটি হস্তান্তর করে, তখন সে ঐ শিশুটির সঙ্গে তার গড়ে ওঠা মাতৃত্বের অধিকার হস্তান্তর করে। যদি চুক্তিকারী সামাজিক পিতা-মাতা শিশুটির স্বার্থে কাজ করে তাহলে ঐ শিশু নিছক সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হবে না। শিশুর অপব্যবহার এবং অবহেলা সংক্রান্ত আইন-কানুন এটি নিশ্চিত করে থাকে। এইভাবে বুঝলে অর্থের বিনিময়ে বিকল্প মাতৃত্বের মধ্যে নীতি-গর্হিত কিছু নেই।

নীতির দিক থেকে যে বিষয়টি এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল শিশুটির কল্যাণ; বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তি এখানে মূল বিষয় নয়। আর শিশুর মঙ্গল বা কল্যাণ আইনগত ঘটনা বা জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ওপরে নির্ভর করে না, জন্মের পরে তার সঙ্গে কে কিরূপ ব্যবহার করছে তার ওপরে নির্ভর করে। এই বিষয়টি জিনগত মা ও গর্ভধাত্রী মায়ের তুলনায় সামাজিক মায়ের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। জন্মের আগে গর্ভাবস্থায় জরায়ুর জীবতাত্ত্বিক পরিবেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি জন্মের পরে যে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে শিশুটি বড় হয়ে উঠবে সেই পরিবেশও খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর কল্যাণের এই ব্যাপারটি বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তি বা তদ্রুপ কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাই বিকল্প মাতৃত্ব শিশুর পণ্যায়ন এই যুক্তি প্রত্যয়-উৎপাদনকারী নয়।

এখন, আমাদের যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে হবে তা হল বিকল্প মাতৃত্বের ব্যবস্থা নারীকে শোষণ করে কি না। কিছু কিছু নারীবাদী এই প্রশ্নটিকে আপত্তিকর মনে করেন, তাঁরা চুক্তিবদ্ধ গর্ভধারণকে প্রজননগত স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিবেচনা করে একে সমর্থন করেন। ভ্রূণ-নাশের অধিকারের বিস্তার হিসাবে বিকল্প মাতৃত্ব নারীর দেহের ওপর কর্তৃত্বের আর একটি দৃষ্টান্তস্থল। অপরাপর নারীবাদী অবশ্য যুক্তি দেন যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে

Scanned with CamScanner

এই ধরনের ব্যবস্থা শোষণের কারণ হতে পারে। হতদরিদ্র কোনো স্ত্রীলোক যখন বিকল্প মাতৃত্বের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, তখন সেটি তার প্রকৃত পছন্দ নয়, আর্থিক বাধ্যবাধকতাই তাকে এরূপ চুক্তির মধ্যে নিয়ে আসে। অধিকন্তু, নারীবাদীদের অনেকেই মনে করেন, বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তি নারীকে জন্মদানের নিছক পাত্র (reproductive vessel) হিসাবে প্রতিপন্ন করে। এইসব যুক্তিতে বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তি ব্যবস্থাকে বন্ধ করা উচিত বলে দাবী করা হয়। কিন্তু ওয়াল্টার গ্লানন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বিকল্প মাতৃত্বের নারীকে শোষণ করে, তার অবমূল্যায়ন ঘটায় - এই দাবীর পিছনে যেসব যুক্তি হাজির করা হয় সেগুলি প্রত্যয়-উৎপাদনকারী নয়। যেসব মহিলারা এ পর্যন্ত বিকল্প মা হিসাবে কাজ করছেন, তাদের বড় অংশ আর্থিক বাধ্যবাধকতা থেকে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এরকম নয়। আমাদের দৃষ্টান্তে শ্রীমতী হোয়াইটহেড তাঁর শিশু-পুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, যা মূল্যবান, কিন্তু আবশ্যিক নয়। এর বিপক্ষে কেউ তর্ক করতে পারেন, যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয় তাদের কাছে বিকল্প মাতৃত্বের ব্যবস্থা শোষণের নামান্তর। তাদের আর্থিক অবস্থা এমনই যে তাদের পক্ষে যে অর্থের প্রস্তাব আসে তাকে অস্বীকার করার কোনো বিকল্প থাকে না। এসব ক্ষেত্রে জোর জুলুম করা বা চুক্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটলে তারা অসহায়। কিন্তু অধিকাংশ চুক্তিবদ্ধ বিকল্প মা-ই জোরের সাথে জানিয়েছেন যে তাদের সিদ্ধান্ত সব জেনেশুনে নেওয়া, তাদের পছন্দ স্বাধীন। তাই এরকম বলা অপমানকর যে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন শর্তের দ্বারা তারা অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

পরিশেষে, সম্ভাব্য শোষণের আশঙ্কায় যদি বিকল্প মাতৃত্বকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তাহলে ডিম্বাণুদান (egg donation) -এর মতো প্রজননগত পছন্দও নিয়ন্ত্রিত হবে, যার ফলে বিগত ৩০-৩৫ বছর ধরে নারীর প্রজননগত স্বাতন্ত্র্যের যেসব সুফল পাওয়া গেছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা দেখানো যাচ্ছে যে বিকল্প মাতৃত্বের কোনো চুক্তি স্বেচ্ছায় ঘটে নি, ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম ভাবার পিছনে কোনো সুযুক্তি নেই যে বিকল্প মাতৃত্ব নারীকে শোষণ করে। বিপরীতে, আমরা বরং নারীর দেহের স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ হিসাবে বিকল্প মাতৃত্বকে দেখতে পারি।

Scanned with CamScanner